Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: সায়মা সুলতানা

রোলঃ 216021169

২৫ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: সায়মা সুলতানা

রোলঃ 216021169

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মুমিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা: সায়মা সুলতানা, আইডিঃ 216021169 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুমিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সায়মা সুলতানা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৫ মে, ২০২৪ ইং

মোছা: সায়মা সুলতানা

আইডিঃ 216021169

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

কিছু কথা: 5

সূচনা: 6

কুরআন শব্দের অর্থ: 7

মুমিন শব্দের অর্থ ও পরিচয়: 8

কোরআনে মুমিনের বৈশিষ্ট্য: 9

কুরআন ও মুমিনের সম্পর্ক: 9

কুরআন মুমিন জীবনের সংবিধান: 10

মুমিনের ব্যক্তিগত জীবনে কুরআন: 10

পারিবারিক জীবনে কুরআন: 11

সামাজিক জীবনে কুরআন: 13

অর্থনৈতিক জীবনে কুরআন: 14

রাষ্ট্রীয় জীবনে কুরআন: 16

মুমিনের জিহাদী জীবন: 18

দাওয়াতি ময়দান: 19

ভারসাম্যপূর্ণ জীবন: 20

শেষ কথা: 23

রেফারেন্স: 24

কিছু কথা:

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন। ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আ'লা রসূলিল্লাহ (সা:)।

শুরুতে বলে নিচ্ছি আমার যথাযথ থিসিস লেখার মত জ্ঞান নেই। আমাদের প্রিয় মাদ্রাসা থেকে যেহেতু নির্দেশনা এসেছে তাই স্বল্প পরিসরে চেষ্টা করলাম অন্তত এসাইনমেন্ট হিসেবে হলেও যেন কিছু উপস্থাপন করতে পারি।

একটা বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে হলে প্রচুর পড়াশুনা প্রয়োজন যা আমার অল্প সময়ে সম্ভব হয় নি। কিন্তু লিখা শেষ করতে গিয়ে মনে হচ্ছে এই অল্প কয়েকটা দিনে আমি অতি মূল্যবান কিছু নিয়ে মজে ছিলাম।

জেনারেল পড়াশুনা চলাকালে মনে হতো কিছু ১টা নিয়ে গবেষণা করতে পারলে ভালো হতো। এখন IOM এর উসিলায় সুযোগ হলেও গবেষণার মতো যথাযথ হয়নি। সবচেয়ে ভয় লাগছে, টপিকটা কুরআন সংক্রান্ত তাই। আল্লাহ আমার ভুল ক্ষমা করুন। আমীন।

এটা কোন উপদেশ মূলক লেখনি না। তারপরও কোন বিষয়ে উপদেশ মূলক কিছু হয়ে গেলে ক্ষমা করবেন। আর বিশেষ অনুরোধ কোন সংশোধনের প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবেন দয়া করে।

লিখাতে যত আমলিয়্যাতের কথা বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ তা'লা সেসব প্রথমে আমাকে আমল করার তৌফিক দান করুন এবং আমার ভুল ক্ষমা করুন ও আমাকে রিয়ামুক্ত করুন। আমীন।

- সায়মা সুলতানা

সূচনা:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে (চির দিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম।" - সূরা মায়িদা: ৩

আমাদের নবীজি (সা:) শেষ নবী। এবং তাঁর (সা:) আনীত ধর্ম ইসলামকে মহান আল্লাহ পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। এখানে কোন অস্পষ্টতা ও অপূর্ণাঙ্গতা নেই। আর ইসলামের অনুসারী মুমিন-মুসলমানগণের দায়িত্ব ইসলামের তথা কুরআন অনুসরণের মাধ্যমে নিজেদের জীবনকেও পূর্ণাঙ্গ করে নেয়া।

পবিত্র কুরআন বিভিন্ন ঘটনা প্রেক্ষিতে সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নাযিল হয়েছে। এই মহাগ্রন্থে মুমিনের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় বিচার, আইন বিষয়ক প্রভৃতি সার্বিক বিষয়ের সামগ্রিক সমাধান আল্লাহ দিয়েছেন।

কুরআন মুমিন জীবনের সংবিধান। সুতরাং এই মহাগ্রন্থকে ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে শুধু একপাক্ষিক বর্ণনার সুযোগ নাই। বরং মুমিন জীবনের সর্বস্তরে এর অনুসরণ করে চললে সহজ-সরল জীবন ও সর্বোচ্চ নৈতিকতা বিরাজ করবে ইনশা আল্লাহ।

মুমিনদের দায়িত্ব শুধু কুরআন অধ্যয়ন, অনুসরণ এবং সর্বত্র এর বাস্তবায়নে নিজেদের নিয়োজিত করা। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আমীন

কুরআন শব্দের অর্থ:

কুরআন ইসলাম ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, যা আল্লাহর বাণী। কুরআনে 'কুরআন' শব্দটি কয়েকটি অর্থে প্রায় ৭০ বার এসেছে। সূরা কিয়ামাহর ১৭ ও ১৮ নং আয়াতে এটি 'قرأ' ক্রিয়ার ভাববাচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ক্রিয়াপদটিকেই কুরআন নামের মূল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ৭৫ নং সূরা, সূরা কিয়ামাহর ১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

"فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُ "

অর্থ - "সুতরাং আমি যখন এটা (জিব্রাইলের মাধ্যমে) পাঠ করি তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর।"

ক্বরআ ক্রিয়াপদ কুরআনে পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ 'পাঠ করা', 'আবৃত্তি করা', 'অনুসরণ করা'। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবৃত্তি সম্বন্ধেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, কুরআন শব্দের অর্থ হল 'আবৃত্তি করা' যা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত হয়ে আবৃত্তি করেছেন এবং মানুষের সম্মুখেও আবৃত্তি করেছেন। যদিও কুরআন বলতে সাধারণভাবে তাঁর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর অবতীর্ণ ওহীর সমষ্টিকে বুঝায়।

- উইকিপিডিয়া
- তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

মুমিন শব্দের অর্থ ও পরিচয়:

মুমিন একটি আরবি শব্দ, যা মূলত আরবি ঈমান শব্দটি থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ "বিশ্বাসী" এবং এর দ্বারা একজন কঠোরভাবে অনুগত মুসলিমকে বুঝায়, যে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ইসলামকে নিজের অভ্যন্তরের এবং বাহিরের সকল কর্মকান্ডে ধারণ করে এবং আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে।

পবিত্র কুরআনের ২ নং সূরা, সূরা বাকারার ২-৫ নং আয়াতে মুমিনের পরিচয় বলা হয়েছে-

"এটা হিদায়াত এমন ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য, যারা অদৃশ্য জিনিসসমূহে ঈমান রাখে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। এবং যারা ঈমান রাখে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতেও এবং তারা আখিরাতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই এমন লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সঠিক পথের উপর আছে এবং এরাই এমন লোক, যারা সফলতা লাভকারী।"

- উইকিপিডিয়া
- তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

কোরআনে মুমিনের বৈশিষ্ট্য:

মুখে মুমিন বললে মুমিন হওয়া যায় না। মুমিন হতে হলে হতে হয় ইসলামী বিধি-বিধানের একনিষ্ঠ অনুসারি।

মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে মুমিনের কতিপয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন।
সূরা মুমিনুনের ১-১১ নং আয়াত পর্যন্ত মুমিনের কিছু বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

"নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ- যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত সম্পাদনকারী, যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে, নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এ ছাড়া অন্য কিছু কামনা করলে তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এবং যারা নিজেদের নামাজের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। এরাই হলো সেই ওয়ারিশ, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের মীরাস লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।"

কুরআন ও মুমিনের সম্পর্ক:

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে এটি ভীতি অবলম্বনকারীদের (মুমিনদের) জন্য হিদায়াত। সুতরাং মুমিন ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন ও অনুসরণের মাধ্যমে নিজের মাঝে সে হিদায়াতের নূর ধারণ করে। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য কুরআন হচ্ছে পথ প্রদর্শক। মুমিনের গন্তব্য হচ্ছে আখিরাত। আখিরাতে সফলতা পেতে হলে যে দিক নির্দেশনা প্রয়োজন তার সামগ্রিক বিষয় হচ্ছে কুরআন। তাই কুরআন ও মুমিনের সম্পর্ক গভীরতম এবং আলাদা করার সুযোগ নাই।

কুরআন মুমিন জীবনের সংবিধান:

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে (চির দিনের জন্য) পছন্দ করলাম।" - সূরা মায়িদা: ৩

কুরআনের উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে। এখানে মুমিন জীবনের শুরু থেকে শেষ এবং প্রতিটি পর্যায়ের বিধানাবলী সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মুমিন শুধু আমলী জীবনের জন্য নির্দেশিত নই। বরং পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ের বিভিন্ন বিধি-নিষেধ, নিয়ম-নীতি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। এগুলো অনুসরণের মাধ্যমেই মুমিনগণ তাদের জীবন ধারা সুন্দরভাবে চালিত করে আখিরাতের সফলতার দিকে নিজেদের ধাবিত করতে পারবে।

সূরা আল ইমরানের ৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও দীন অবলম্বন করতে চাবে, তার থেকে সে দীন কবুল করা হবে না।"

এই আয়াত দ্বারাও বুঝে আসে ইসলামে মুমিন জীবনের কোন অপূর্ণতা নাই। বরং কুরআন তথা ইসলাম মুমিন জীবনের সংবিধান।

মুমিনের ব্যক্তিগত জীবনে কুরআন:

ইসলামে পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে। একজন মুমিন-মুসলমান হতে হলে যেমন ইসলামের ৭টি মৌলিক বিষয়ে ঈমান আনা জরুরী তেমন ঈমান আনার পর ইসলামের ৫ স্তম্ভ তথা বিধান স্বীকার করে নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

৫ স্তম্ভ তথা- কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত। নামাজ-রোজা পালন ছাড়া মুমিন দাবি করা সম্ভব নয়। তেমনি যাকাত ও হজ্ব যার উপর ফরজ হয় তার জন্য এসব পালন করা অবশ্যই কর্তব্য।
আমাদের দীনকে নাসীহাহ বলা হয়েছে হাদিস শরীফে। কিন্তু অন্যকে উপদেশ দিয়ে ব্যক্তি নিজে আমলহীন হওয়া যাবে না। মুমিন নিজের ব্যক্তি জীবনে কুরআনে দেওয়া আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করবে। তার পাশাপাশি সমাজ-রাষ্ট্রে এসব বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে।

কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে নামাজ কায়েম, সাওম পালন, যাকাত আদায় ও হজ্বের বিভিন্ন নিয়ম নীতি উল্লেখ আছে। মহান আল্লাহ পাক মুমিনের জন্য কিছু অস্পষ্ট রাখেননি। মুমিন বান্দা হিসেবে আমাদের উচিত এসব অনুসরণ করে চলা। এর বাইরে অতিরিক্ত নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা।

মহান আল্লাহ মুমিন বান্দার পরিচয় দিতে গিয়ে সূরা বাকারার ৩ নং আয়াতে বলেছেন,

"যারা সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করে।"

পারিবারিক জীবনে কুরআন:

মুমিন-মুসলমান ব্যক্তিগত জীবনে যেমন কুরআন অনুযায়ী আমল দিয়ে সাজাবে এবং ইবাদাতে আল্লাহর হক যথাযথ আদায় করবে ঠিক অন্যদিকে পারিবারিক জীবন কিভাবে অতিবাহিত করবে তার বর্ণনা ও কোরআনে আল্লাহ বলে দিয়েছেন।

প্রথমত পারিবারিক সম্পর্ক গুলোর প্রতি যত্নবান হবে। পরিবার মানে দায়িত্ব। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলে দিয়েছেন মাতা পিতার প্রতি কেমন আচরণ করবে। তদ্রূপ ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তানাদি একে অপরের প্রতি অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ বলে দিয়েছেন পবিত্র কুরআনে।

এছাড়াও কুরআনের সংক্ষিপ্ত ও গভীরতম আয়াতে ব্যাখ্যা হিসেবে আছে রাসূল (সা:) এর হাদিস।
মাতা পিতার হক ও তাদের সাথে সদাচরণের আদেশ দিয়েছেন-

"এবং আল্লাহর ইবাদাত কর ও তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর। " - সূরা নিসা: ৩৬

এছাড়াও আছে সূরা আহকাফের ১৫ নং আয়াতে।
সূরা লোকমানের ১৪ নং আয়াতে মায়ের কষ্টের বর্ণনা দিয়ে মাতা পিতার প্রতি শোকর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন-

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছি- (কেননা) তার মা কষ্টের পর কষ্ট সয়ে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে- তুমি শোকর আদায় কর আমার এবং তোমার পিতা মাতার।"

অনুরূপ অন্যান্য সম্পর্কগুলোও কেমন হবে এবং তাদের হক কিভাবে আদায় করবে তাও কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন আলোচনায় এসেছে।

আবার অপরদিকে পারিবারিক বিষয়াবলী যেন মুমিন বান্দাকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে না দেয় সে সাবধানতাও তিনি দিয়েছেন। যেমন সূরা তাগাবুনের ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে,
"তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহরই কাছে আছে মহা প্রতিদান।"

সামাজিক জীবনে কুরআন:

সর্বোত্তম সামাজিকতার শিক্ষা রয়েছে মুমিনের জন্য পবিত্র কুরআনে। এরপর রাসুল (সা:) জীবনাদর্শ তো আছেই। মানুষ যেমন সমাজবদ্ধ জীব তেমন সমাজে কুরআনের প্রতিফলন ছাড়া একটা আদর্শ মুসলিম সমাজ গঠন করা যায় না। সমাজের সবাই একরকম থাকে না। বর্তমানে সমাজে তো অনিয়ম, ধর্মচর্চার অভাব দিন দিন বাড়ছে। মুমিনগণ যদি সমাজের অনিয়মের কাছে নিজের মাঝে লালিত ধর্মীয় শিক্ষাকে নুইয়ে দেয়, তাহলে আর কুরআনের শিক্ষাটা কিভাবে বাস্তবায়ন হবে !

সমাজকে সংশোধন করার আগে নিজের মাঝে মুমিনের আদর্শ ধারণ করতে হবে। কুরআনে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী সবার সাথে কিরূপ আচরণ করবে। এবং নির্দেশ অমান্য করার শাস্তিও হাদীস শরীফে সহ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা আশ শুআরার ২১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

"এবং যারা তোমার অনুসরণ করে সেই সমস্ত মুমিনদের প্রতি বিনয়ী হও।"
মহান আল্লাহ অন্যায়, অসৎকর্মকে নিষেধ করেন এবং ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।
ইরশাদ হয়েছে-

"নিশ্চয়ই আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"

আর অন্যায়, অশ্লীলতা দিয়ে সমাজ কখনও শান্তিপূর্ণ হতে পারে না। তাই কুরআন অনুযায়ী মুমিনগণ সমাজ চালনা করলে, তবে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারবে।

অর্থনৈতিক জীবনে কুরআন:

"অতঃপর নামাজ শেষ হয়ে গেলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর, এবং আল্লাহকে স্মরণ কর বেশি বেশি যাতে তোমরা সফলকাম হও।" - সূরা জুমুআ: ১০

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় মুমিন বান্দাদের আয় রোজগারের প্রতি কতটা উৎসাহিত করা হয়েছে। কুরআন শুধু আমলী জীবনের নির্দেশনা দেয় না, মুমিন বান্দাদের সার্বিক বিষয় যে কুরআনে নিহিত আছে, তা পাঠকারী ও অনুসরণকারী বুঝতে পারে।

মুমিনের অর্থনৈতিক জীবনকে যদি সার্বিকভাবে ২টি ভাগে ভাগ করা হয়। ১ম হল আয়-রোজগার তথা রিজিক অনুসন্ধান। ২য় হল ব্যয়। কিভাবে কোন উপায়ে মুমিন আয়-উপার্জন করবে ও কিভাবে ব্যয় করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে তার দিক নির্দেশনা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। মুমিনগণ সে অনুযায়ী অনুসরণ করলে, দুনিয়াবি ফায়দার সাথে সাথে সওয়াবের আশাও রাখতে পারে। এটাই ইসলাম। যেখানে দুনিয়াবি কাজ করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে আখিরাতেও প্রাপ্তির আশা রাখতে পারে, যতক্ষণ পথ অনুসরণ হবে কুরআন নির্দেশনা অনুযায়ী। (হালাল) রুজি অর্জনকেও আল্লাহর অনুগ্রহ বলা হয়েছে।
সূরা মুযযাম্মিলের ২০ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

"অপর কিছু লোক এমন থাকবে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানের জন্য পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে।"

ঠিক অনুরূপভাবে মুমিনগণ কোন উপায়ে তার অর্জিত অর্থ ব্যয় করবে তার নির্দেশনাও দিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন আয়াতে। কার্পণ্য বা অপব্যয় না, বরং মধ্যপন্থায়।
ইরশাদ হয়েছে-

"(কৃপণতাবশে) নিজের হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখ না এবং (অপব্যয়ী হয়ে) তা সম্পূর্ণরূপে খুলে রেখ না, যদ্দরুণ তোমাকে নিন্দাযোগে ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়তে হবে।"

- সূরা বনী ইসরাইল: ২৯

অন্যত্র মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন-

"এবং যারা ব্যয় করার সময় না করে অপব্যয় এবং না করে কার্পণ্য; বরং তা হয় উভয়ের মাঝখানে ভারসাম্যমান।" - সূরা ফুরকান: ৬৭

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল দৈনন্দিন ও নিত্য প্রয়োজনীয় লেনদেনে স্বচ্ছতার নীতি অনুসরণ করা। যে কোনো লেনদেনে অপরকে ঠকানোর মন মানসিকতা তা মুমিনের থাকতে পারে না। কেননা আখিরাতের হিসাব নিকাশে সবকিছুর জবাবদিহিতার ভয় মুমিন স্মরণ করে।

সূরা নিসায় মহান আল্লাহ বলেন,

"হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে কোন ব্যবসায় করা হলে (তা জায়েজ)।" - সূরা নিসা: ২৯

রাষ্ট্রীয় জীবনে কুরআন:

রাষ্ট্রীয় সামগ্রিক বিষয়টাকে যদি ২ স্তরে বিভক্ত করা হয়- প্রথমত রাষ্ট্র গঠন, দ্বিতীয়ত রাষ্ট্র পরিচালনা।

ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের জন্য দেশ জয় করা ও শত্রুকে আক্রমণ করতে হলে তাতেও রয়েছে কুরআনি দিক নির্দেশনা। এরপর আসে রাষ্ট্রকে কুরআনি সংবিধান অনুযায়ী সাজানো। ইসলামি খিলাফাহ হচ্ছে উম্মাহভিত্তিক। এখানে ভাষা,বর্ণ, ধর্ম ভেদে আলাদা কোন রাষ্ট্র না। বরং ইসলামী রাষ্ট্রেও কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক আইন অনুসরণ করে বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণের মানুষ একসাথে থাকতে পারে।

ভিন্ন ধর্মীদের জন্যও রয়েছে কর এর ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে তারা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে থাকতে পারে। কিন্তু বর্তমান কুরআন থেকে যথাযথ জ্ঞান-আমল না করার কারণে মুসলমানরা বঞ্চিত হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য তথা সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা থেকে। একই সাথে ভুল বুঝাবুঝি ও ধর্মীয় কুন্দল তৈরি হচ্ছে, যা রাসূল (সা:) ও সাহাবীগণ (রা:) এর যুগে এতটা অশান্তিপূর্ণ ছিল না। বরং দিন দিন শান্তির পথে হাঁটছিল।
মুমিনদের অবশ্য কর্তব্য হলো রাষ্ট্রকে কুরআন নির্দেশনা অনুযায়ী গঠন করতে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করে যাওয়া। কেননা রাজনীতির শিক্ষা আমাদেরকে দিচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ। শুধু ইবাদত আমল বলতে আমরা যা বুঝি তা নয়। কুরআনে যে সৎকর্ম সম্পাদনের নির্দেশনা আছে তার অর্থ ব্যাপক। শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা নিয়ে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে।
ইরশাদ হয়েছে-

"(হে মুসলিমগণ !) তোমরা তাদের (মুকাবিলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-ছাউনি প্রস্তুত কর, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও নিজেদের (বর্তমান) শত্রুদেরকে সন্ত্রস্ত করে রাখবে।"
- সূরা আনফাল: ৬০

উক্ত আয়াতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

- তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন
সূরা আলে-ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

"আল্লাহর রশিকে (অর্থাৎ তাঁর দীন ও কিতাবকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ এবং পরস্পরে বিভেদ করো না।"

রাষ্ট্রের চুক্তি সংক্রান্ত নির্দেশনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

"তুমি যদি কোনও সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর, তবে তুমিও (সে চুক্তি) সরাসরিভাবে তাদের দিকে ছুঁড়ে মার।" - সূরা আনফাল: ৪৮

রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকার গঠন, আইন প্রণয়ন এসবেও কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক নির্দেশনা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে সেখানে কুরআনের আইন প্রয়োগ হলে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একটা সুশৃঙ্খলা বিরাজ করে।
বিচার সংক্রান্ত নির্দেশনা কয়েক জায়গায় এসেছে। কোন অপরাধ কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তার শিক্ষা কুরআন মুমিনদের দিয়ে থাকে। ইরশাদ হয়েছে-

"যাকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা হয়, আমি তার অলিকে (কিসাস গ্রহণের) অধিকার দিয়েছি।"
- সূরা বনী ইসরাইল: ৩৩

মুমিনের অর্থ-সম্পদ এর নিরাপত্তামূলক (তাওযীহুল কুরআন) বিধানও আছে-

"যে পুরুষ ও যে নারী চুরি করে, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, যাতে তারা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল পায় (এবং) আল্লাহর পক্ষ হতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় " - সূরা মায়িদা: ৩৮

মুমিনের জিহাদী জীবন:

আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা তথা জিহাদ মুমিনের অবশ্যই কর্তব্য। জিহাদ বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। কখনও রাজ্য জয় করে ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, আবার কখনও মুসলিম রাষ্ট্রে আল্লাহদ্রোহী তথা ইসলামের বিধি-বিধানের বিরোধীদের সাথে। জিহাদে মুমিনের যেমন বড় ত্যাগ, প্রাপ্তিও তেমন ব্যাপক। পবিত্র কুরআনে জিহাদ সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা নিয়ে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে।
ইরশাদ হয়েছে-

" তোমাদের প্রতি (শত্রুর সাথে) যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, আর তোমাদের কাছে তা অপ্রিয়। এটা তো খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে মন্দ মনে কর, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মঙ্গলজনক। আর এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পছন্দ কর অথচ তোমাদের পক্ষে তা মন্দ।
আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।" - সূরা বাকারা: ২১৬

শহীদ হওয়ার মর্যাদা ও প্রাপ্তির সুসংবাদ সংক্রান্ত আয়াত-

"এবং (হে নবী !) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনওই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত। তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কাছে রিযক দেওয়া হয়।"
- সূরা আলে ইমরান: ১৬৯

জিহাদ ও এর গুরুত্ব সংক্রান্ত অসংখ্য আয়াত সূরা আলে ইমরান সহ অন্যান্য স্থানে ইরশাদ হয়েছে। যার থেকে মুমিনদের জীবনের অনেক শিক্ষনীয় বিষয় আছে।

দাওয়াতি ময়দান:

মুমিন মুসলিমদের একে অপরকে ইসলাহ করা এবং অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত দেয়া মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ পাক কুরআনে সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধ করার নির্দেশনা সহ মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করেন। এবং এর অন্যতায় কিরূপ পরিণতি হতে পারে তার বর্ণনাও তিনি দেন।

দাওয়াত নিয়ে কুরআনের নির্দেশনা সংক্রান্ত আয়াত-

"তুমি নিজ প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকবে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আর (যদি কখনও বিতর্কের দরকার পড়ে, তবে) তাদের সাথে বিতর্ক করবে উৎকৃষ্ট পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যারা তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন এবং তিনি তাদের সম্পর্কেও পরিপূর্ণ জ্ঞাত, যারা সৎপথে প্রতিষ্ঠিত।"
- সূরা নাহল: ১২৫

আর উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে শুধু দাওয়াত দিয়ে যাওয়াই কর্তব্য শেষ না। দাওয়াতের পূর্বে দায়ীর কতিপয় যোগ্যতা থেকে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা আমাদের উচিত। কেননা নিজে আমল না করে অন্যকে উপদেশ দেয়ার ফলাফলও ভালো না। বরং এটা একটা অন্যায়।

আবার নিজের আমলের পূর্ণতা পর্যন্ত অন্যদের ইসলাহ করার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা করতেও উস্তাদগণ নিষেধ করে থাকেন। গুরুজনদের নাসীহাহ অনুযায়ী ইসলাহ করার ১টা নীতি হলো যে, নিজের আমল ঠিক করার সাথে সাথে ইসলাহী কাজও করে যাওয়া।
- দাওয়াহ দারস (IOM)

এছাড়াও এমন বিষয়ও যে আমরা যা করি না তার দিকে মানুষকে আহবান করতে গেলে দেখা যাবে আমাদের আহ্বানে সে ঝোর বা ইখলাসটা হয়তো থাকবে না। তখন দাওয়াহও হয়ে যাবে নামমাত্র।

ইবাদাত-আমল থেকে শুরু করে দুনিয়াবী ও আখিরাতের জন্য সমস্ত কর্মে ইখলাস একটা আবশ্যকীয় বিষয়। কেননা আমাদের প্রতিটা কর্মফল নিয়তের উপর নির্ভর করে বলে হাদীস শরীফে এসেছে।

দাওয়াহ শুরু হবে নিজে থেকে, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অমুসলিম সর্বক্ষেত্রে। যদিও নিজ এবং পরিবার তথা মুমিন-মুসলিমকে যে আহ্বান, তা ইসলাহ বা সংশোধন হিসেবে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আমার আলোচনায় আমি দাওয়াহ বলতে সামগ্রিকভাবে বুঝিয়েছি। দাওয়াহ এক ব্যাপক শব্দ।

ভারসাম্যপূর্ণ জীবন:

মহান আল্লাহ মুমিন বান্দাদের ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের শিক্ষা দিয়েছেন কুরআনে। এমনকি উম্মাতি মুহাম্মাদি (সা:) কে মহান আল্লাহ কুরআনে মধ্যপন্থী উম্মত হিসেবে বলেছেন-

"(হে মুসলিমগণ!) এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা অন্যান্য লোক সম্পর্কে সাক্ষী হও এবং রাসুল হন তোমাদের পক্ষে সাক্ষী।"
- সূরা বাকারা: ১৪৩

এছাড়াও রাসূল (সা:) এর সমগ্র জীবন ছিল ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি (সা:) কখনও একদিকে ঝুঁকে যাননি।
ঠিক তেমনি কুরআন মুমিন জীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা দিয়েছে, এবং জ্ঞানীগণ কুরআন থেকে নির্যাস গ্রহণ করে যে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে মুমিনদের তা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারসাম্য জীবন গঠন করা উচিত।

আমলী জীবন, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, জিহাদী জীবন, দাওয়াতি ময়দান সর্বক্ষেত্রে সীমা নির্ধারিত। সীমালংঘন করলে বা বাড়াবাড়িপূর্ণ আচরণে গেলে চলার পথে ও জীবনে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়।

ইসলাম যেমন সংসার ছেড়ে বৈরাগ্য জীবনকে উৎসাহিত করে না, তেমনি আবার ইবাদাতহীন সংসার জীবনে সফলতা আসে না।

ইসলাম মুমিনকে যেমন সামাজিকতা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়, তেমনি আবার সমাজের দাস হয়ে ইসলামকে ভুলে থাকারও সুযোগ নেই।

পারিবারিক সম্পর্কগুলোতেও আছে ভারসাম্যের শিক্ষা। ইসলামি অন্যান্য বিধান যেমন মুমিনের দায়িত্ব তেমনি একটা পরিবারও মুমিনের দায়িত্ব।

রাসূল (সা:) এর জীবনী পাঠে আমরা বুঝতে পারি কখনও তিনি (সা:) জিহাদের বদলে কাউকে পারিবারিক দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। আবার এমন ঘটনাও পাওয়া যায় নববিবাহিতা স্ত্রী রেখে জিহাদে শহীদ হয়ে পেয়েছেন আল্লাহর সন্তুষ্টি।

তাই এখানে একটা মূলনীতি হল, বাইরের বিষয় দেখে একপাক্ষিক চিন্তা না করে, ব্যক্তি বিশেষের জীবনী বা নির্দেশাবলীর ভেতর-বাহির জেনে-বুঝে আমাদের জীবন পথের পাথেয় সংগ্রহ করে, সে অনুযায়ী সংশোধনী আনা।

যখন কয়েকটা দায়িত্ব একসাথে হয়, তখন মুমিনের উচিত তুলনামূলক কোনটার গুরুত্ব কতটুকু এবং এর ব্যাপারে তার দায়ভার কতটুকু- এসব চিন্তা করে কাজ করা। কেননা কোরআন-সুন্নাহ আমাদের মধ্যপন্থা শিক্ষা দেয়।

তাছাড়া কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন তিঁনি কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত বুঝা চাপিয়ে দেন না।

আর সূরা বাকারার ২০১ নং আয়াতে মুমিনদের দুআ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক!

আমাদেরকে দান করো দুনিয়ায়ও কল্যাণ এবং আখিরাতেও কল্যাণ এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।"

দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ চেয়ে দুআর শিক্ষা। আল্লাহ মানুষকে বিবেক দিয়েছেন। বিবেক দ্বারা চিন্তাভাবনা করে কাজ করা মানুষের দায়িত্ব। কুরআন দিয়েছেন জ্ঞান আহরণ করে সে মুতাবিক সঠিক পথে চলে সফলতা অর্জনের জন্য। সুতরাং মুমিনের উচিত নয়, পথ অনুসরণে অজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়া। বরং নিজেদের অপারগতায় জ্ঞানীদের কাছে যাওয়া।

কুরআনে এসেছে যারা জানে এবং যারা জানে না তারা সমান নয়। মোট কথা মুমিন বান্দাদের কাজ হলো কুরআনে যে মধ্যপন্থার তার শিক্ষা আছে সে অনুযায়ী ভারসাম্যপূর্ণ জীবন চলনা করা।

শেষ কথা:

মুমিনের জীবনে কুরআন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কেবল এর ব্যাপকতাই প্রকাশ পাবে। আমরা অন্যান্য সবকিছু একপাশে রেখে যদি কুরআনে নির্দেশিত ইসলামের মৌলিক ৫ স্তম্ভের বাস্তবায়নের দিকে খেয়াল করি তাহলে বুঝা যায় কুরআন শুধু ব্যক্তিগত জীবন বিধান নিয়ে নাযিল হয় নি।

যেমন নামাজ, নামাজকে মসজিদে জামাআতে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ইসলামে। আর জুমাবারকে তো বিশেষ দিন করা হয়েছে। ফলে ঐদিন অনেক মুমিন একত্রিত হয় এবং ধর্মীয় বিধান পালনের সাথে সাথে সামাজিক সম্পর্কও স্থাপন হয়।

রমাদান মাসেও রোজার বিধান পালনের মাধ্যমে সংযম শিক্ষা ও অনাহারিদের অবস্থা বুঝার শিক্ষা আছে।

অন্যদিকে যাকাত এমন একটি বিধান যা সমাজ ছাড়িয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রভাব রাখে। যাকাতের বিধান যথাযথ বাস্তবায়ন হলে অভাবীদের অভাব মোচন হবে ইনশা আল্লাহ।

আর হজ্বও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের। এই হজ্বের বিধান পালন করতে সমগ্র পৃথিবীর আনাচে কানাচের মুমিন- মুসলমানগন একত্র হন। ধর্মীয় বিভিন্ন বিধান পালনের সাথে সাথে সবার মাঝে এক উম্মাহর বন্ধনটা আরও মজবুত হয়।

মোট কথা একজন মুমিনকে আখিরাতের সফলতার দিকে ধাবিত হতে হলে একটা সামগ্রিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হতে হয়। আর এই সম্পৃক্ততার সুশৃঙ্খল ও সুন্দর উপায় হলো পবিত্র কুরআন অনুসরণ।

মহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন এবং কুরআনময় জীবন দান করুন। আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহ।

রেফারেন্স:

- তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন
(অনুবাদ)
মূল- শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ
তাকী উসমানী (দা: বা:)
অনুবাদ- মাওলানা আবুল বাশার
মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
- কুরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ
উক্ত তাফসীর কিতাব থেকে
লিখা হয়েছে।

- ইসলাম পরিচয়
ড: মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ

- ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

মূল- আল্লামা শাইখ মুহাম্মদ আল
আমীন বিন মুহাম্মদ মুখতার
শানক্বীতী
অনুবাদ- মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
আল'কাফী
- উইকিপিডিয়া

- IOM দাওয়াহ কোর্সের হ্যান্ড নোট

- টাইপিং ও বানান সংশোধনে অন্যের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। আল্লাহ তার কাজেও সাহায্য করুন। আমীন

- গবেষণার তাত্ত্বিক মূল আলোচনা বিশ্লেষণ ছাড়া, সহজে এগুনোর ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।